তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৩০০

**গুম-খুন-পেট্রোলবোমার অপরাজনীতির জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চান**

 **---বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ ভাদ্র (৩০ আগস্ট) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপি'র উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘গুম-খুন-সন্ত্রাস ও পেট্রোলবোমার যে অপরাজনীতি তারা করেছে, সেজন্য সহসাই জনগণের কাছে ক্ষমা চান, তাহলে জনগণ ক্ষমা করলেও করতে পারে।’

 একইসাথে আগামী উপনির্বাচনগুলোতে বিএনপি'র অংশ নেবার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান তথ্যমন্ত্রী। তবে এ অংশগ্রহণ যেন গন্ডগোলের চেষ্টা বা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য না হয়ে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের মানসেই হয়, সে আশাবাদও ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

 আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চারনেতা পরিষদ’ আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সকল কথা বলেন। মন্ত্রী এ সময় পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে শহীদ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালি জাতি যে মহান নেতার ডাকে জীবনকে তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী ছিল জিয়াউর রহমান ও তার পরিবার। মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী জিয়া খুনি মোশতাকের সাথে হাত মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার কলকাঠি নাড়ে৷ ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর জিয়া সব রাজাকারদের খুঁজে খুঁজে বের করে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে। সেসময় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ১১ হাজার কারাবন্দি যুদ্ধাপরাধীকে জিয়া মুক্তি দেয়, নিয়ে আসে গোলাম আজমকে।’

 শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসকেও জিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেভেন মার্ডারের সব আসামিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে ছেড়ে দেন তিনি। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে রাজনীতিতে উত্থানের পর হত্যার রাজনীতি অব্যাহত রেখে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন জিয়া।’

 বেগম জিয়াও সেই ধারা অব্যাহত রাখে, বলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘২০০২ সালে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি অপারেশন ক্লিনহার্ট পরিচালনা করে প্রায় একশ’ মানুষ হত্যা করে তার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি দেয়। ঠিক যেমন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিচার বন্ধে দেয়া ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে জিয়া ১৯৭৯ সালে আইনে পরিণত করে। আর তারা যে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে প্রায় পাঁচশ’ মানুষ এমনকি পরিবহনের সময় গরু-মুরগীও হত্যা করেছে, তা পৃথিবীতে নজীরবিহীন।'

 ‘এভাবে যাদের রাজনীতির পুরোটাই হত্যা-গুম-সন্ত্রাসনির্ভর তাদের মুখে সন্ত্রাসবিরোধী বুলি হাস্যকর বরং তাদের বলবো, সহসা জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে, জনগণ ক্ষমা করলেও করতে পারে’ বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ।

 আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার হামিদুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এইচ এম সোলায়মান চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ইনস্পেক্টর জেনারেল এ কে এম শহিদুল হক। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, গণমাধ্যমকর্মী মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৯

**আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল আইসিটি বিভাগের কন্ট্রোলার অভ্‌ সার্টিফায়িং অথরিটিজ কার্যালয়**

ঢাকা, ১৫ ভাদ্র (৩০ আগস্ট) :

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের অধীন কন্ট্রোলার অভ্‌ সার্র্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয়।

সিসিএ অর্জন করেছে ওয়েবট্রাস্ট সিল ফর সিএ, বিআর-এসএসএল এবং ইভি এসএসএল প্রদানের অধিকার। এই স্বীকৃতি দিয়েছে কানাডার চার্টার্ড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট। সিএ ব্রাউজার ফোরাম পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর গত ২৬ আগস্ট সিপিএ কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে বাংলাদেশের রুট সিএ সার্র্টিফিকেট দিয়ে তিনটি সার্ভিস প্রদানের মান অর্জনে নিশ্চয়তা দেয়।

উল্লেখ্য, ওয়েবট্রাস্ট সিল অর্জনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় পরিচালিত বাংলাদেশের রুট সিএ সার্র্টিফিকেটটি বিভিন্ন ব্রাউজারসমূহের (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, অপেরা ইত্যাদি) এবং অপারেটিং সিস্টেমের (মাইক্রোসফট, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ইত্যাদি) ডিরেক্টরিতে সংরক্ষণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন যোগ্যতার স্বীকৃতি।

আর এই স্বীকৃতির ফলে দেশীয় বৈধ লাইসেন্সধারী সার্র্টিফায়িং অথরিটিসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্র্টিফিকেট আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্বস্ততার সাথে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২৯৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ ভাদ্র (৩০ আগস্ট) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ৯৩৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৮৯৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ১০ হাজার ৮২২ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৪ হাজার ২৪৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ১ হাজার ৯০৭ জন।

#

কাদের/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭২১ ঘণ্টা